লাদাখ সংঘাত ইশ্যুতে সংসদে রাজনাথের মুখে চিনের নাম

বিশেষ সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৫ সেপ্টেম্বর : সংসদে আলোচনা করতে দিল না বটে, কিন্তু এই প্রথম কেন্দ্রীয় সরকার আনুষ্ঠানিক ভাবে চিনের সঙ্গে সংঘাতের তথ্য স্বীকার করল। কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ মঙ্গলবার সংসদে বলেন, 'দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় আমরা যেকোনও পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে তৈরি। ভারত-চিন সীমান্ত সংকট অত্যন্ত জটিল, স্পর্শকাতরও বটে। দুই দেশের ভৌগোলিক সীমা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে জটিলতা আছে। সীমান্ত নিয়ে আগেও সমস্যা ছিল, এখনও রয়েছে। যতদিন না এই দ্বিপাক্ষিক সমস্যার সুরাহা হচ্ছে, ততদিন দু'দেশের উচিত প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম বজায় রাখা। লাদাখ নিয়ে চিন প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখায় স্থিতাবস্থা বদলাতে চাইলে তা বরদাস্ত করা হবে না। প্রয়োজনে কড়া হাতে পরিস্থিতির মোকাবিলা করবে ভারত। তার জন্য প্রস্তুত সেনাবাহিনী।'

জুনের মাঝামাঝি থেকে চিনের সঙ্গে ভারতের সংঘাত চলছে লাদাখে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মুখে কখনও প্রতিপক্ষের নাম শোনা যায়নি। লাদাখে গিয়ে সেনাবাহিনীর মনোবল বাড়াতে পালটা দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিলেও চিনের নাম উচ্চারণ করেননি কখনও। কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী এদিন সীমান্ত সংঘাতে স্পষ্ট করে চিনের নাম বলায় তাই প্রধানমন্ত্রীকে নিশানা করার সুযোগ ছাড়েননি কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি। প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি টুইটারে লেখেন, প্রতিরক্ষামন্ত্রীর বয়ান থেকে পরিষ্কার যে, 'চিনা অনুপ্রবেশ ইশ্যুতে মোদিজি দেশকে বিভ্রান্ত করেছেন। ভারতীয়রা সর্বদা ভারতীয় সেনার সঙ্গে ছিল, আছে এবং থাকবে। কিন্তু মোদিজি আপনি কবে চিনের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়াবেন! চিনের কাছ থেকে আমাদের ভূখণ্ড ফেরত নেবেন! চিনের নামোচ্চারণ করতে ভয় পাবেন না।'

সংসদেও বিরোধীরা এনিয়ে সরকারকে চেপে ধরার পরিকল্পনা করেছিল। লোকসভায় কংগ্রেসের দলনেতা অধীর চৌধুরী বলতে শুরুও করেছিলেন। কিন্তু লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা তাঁকে থামিয়ে দেন। রাজনাথের বিবৃতি নিয়ে আর কাউকে বলতেও দেননি। প্রতিবাদে ওয়াক আউট করে কংগ্রেস। লাদাখ নিয়ে প্রথম থেকেই কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানাচ্ছে বিরোধীরা। সীমান্ত পরিস্থিতি ও সংঘর্ষ নিয়ে কেন্দ্রের বয়ানে বিভ্রান্তি নিয়ে প্রশ্নও তুলেছিল তারা। বাদল অধিবেশনেও চিন ইশ্যুতে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আক্রমণের ছক সাজিয়েছিল। কিন্তু লাদাখ ইশ্যুতে সংসদে আলোচনা করতেই দিল না সরকার। তবু ভারত-চিন সীমান্ত সংকটে প্রতিরক্ষামন্ত্রীর এদিনের বয়ান যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। চিনের উদ্দেশে রাজনাথের বার্তা থেকে স্পষ্ট, ভারত প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে শান্তি বজায় রাখতে আগ্রহী ঠিকই, কিন্তু প্রয়োজনে বেজিংয়ের সঙ্গে সম্মুখসমরের জন্যও প্রস্তুত রয়েছে নয়াদিল্লি। বেজিংয়ের উদ্দেশে প্রচ্ছন্ন হুঁশিয়ারি দিয়ে প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, 'আমরা কূটনৈতিক ও সামরিকস্তরে চিনকে সাফ জানিয়ে দিয়েছি, একতরফাভাবে স্থিতাবস্থা বদলানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। এটা কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। এখনও পর্যন্ত চিনের তরফে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা জুড়ে বিপুল সংখ্যক সেনাবাহিনী এবং প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম মোতায়েনের কাজ চলছে। চিনের এই কার্যকলাপের জবাবে আমাদের সেনাবাহিনীও পালটা প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম মোতায়েনের কাজ করছে যাতে ভারতের নিরাপত্তা পুরোপুরি সুরক্ষিত থাকে। চিন যেভাবে সেনা মোতায়েন করছে, তা ১৯৯৩ ও ১৯৯৬ সালের চুক্তির বিরোধী।

সোমবার বাদল অধিবেশন শুরু হওয়ার আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশবাসী এবং সাংসদদের ভারতীয় সেনার পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দিয়েছিলেন। সেদিনই লোকসভায় এই বিষয়ে বলার চেষ্টা করেছিলেন অধীররঞ্জন চৌধুরী। কিন্তু তাঁকে বলার সুযোগ দেননি স্পিকার ওম বিড়লা। পরে জানা যায়, রাজনাথ সিং মঙ্গলবার লাদাখ ইশ্যুতে লোকসভায় বক্তব্য পেশ করবেন। প্রতিরক্ষামন্ত্রী এদিন বলেন, ভারত-চিন সীমান্ত সমস্যার সমাধান করার জন্য চুক্তি ও ইতিহাসের ওপরেই নির্ভর করতে হয়। কিন্তু চিন এখন লাদাখ নিয়ে ভারতের যুক্তি মানতে চাইছে না। ভারত আলোচনার পথে বিশ্বাসী। কিন্তু কোনও রকম আগ্রাসন বরদাস্ত করা হবে না। তাঁর বক্তব্য, ১৯৬২ সালে প্রতারণা করে ভারতীয় ভূখণ্ডের একটি বড় অংশ চিন ছিনিয়ে নেয়। ভারত তা মেনে নেয়নি। দুপক্ষকেই এক সুরে আলোচনার মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান করতে হবে। শান্তি ও স্থিতাবস্থার জন্য প্রোটোকল মেনে চলা জরুরি। উচিত সেই প্রোটোকল মেনেই প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখায় পারস্পরিক সৌহার্দ্য বজায় রাখা। মনে রাখা উচিত, প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখায় শান্তি খর্ব হলে, তার প্রভাব পড়বে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে। রাজনাথ বলেন, এপ্রিল থেকে লাদাখে অস্ত্রশস্ত্র ও সেনা মজুত করতে শুরু করে চিন। বেশ কিছু অঞ্চলে অবৈধভাবে ঢুকে পড়ে তারা ক্রমেই আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। পরিস্থিতি যেকোনও সুষ্ঠ আলোচনা, চুক্তি বা বোঝাপড়ার পরিপন্থী ছিল। তবে হাত গুটিয়ে বসে থাকেনি ভারত। সীমান্তে পালটা হাতিয়ার, গোলাবারুদ ও সেনা মোতায়েন করে। এরপর একাধিকবার ভারতীয় সেনার টহলদারিতে বাধা দেয় চিন। প্রতিটি ক্ষেত্রেই ভারতীয় সেনা ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়েছে।

গত ১৫ জুনের হামলার উল্লেখ করে রাজনাথ বলেন, চিনের ওই জঘন্য হামলায় শহিদ হন ২০ জন বীর ভারতীয় সেনা জওয়ান। ওই সংঘর্ষে বিপুল সংখ্যক চিনা জওয়ানও নিহত হয়। সংখ্যাটা যথেষ্টই ছিল। এরপর শান্তি আলোচনা শুরু হলেও চিন বারবার আগ্রাসনের চেষ্টা করেছে। ভারতীয় সেনাবাহিনী দক্ষতার সঙ্গে এর মোকাবিলা করেছে। প্রতিরক্ষামন্ত্রী জানান, বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্করও শান্তি ফেরাতে বৈঠক করছেন। তবে এখনও সাফল্য হাতে আসেনি। তবু ভারত সব পরিস্থিতি সামাল দিচ্ছে। রাজনাথের বক্তব্যের পরেই প্রশ্ন করার অনুমতি চান অধীররঞ্জন চৌধুরী। লোকসভা থেকে ওয়াক আউট করে গান্ধীমূর্তির পাদদেশে জড়ো হয়ে অধীর বলেন, 'দেশটা শুধু মোদি বা রাজনাথজির নয়, আমাদেরও। কংগ্রেস ভারতের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার জন্য চিন্তায় থাকে। আমরা কেন্দ্রকে সমর্থনই করতাম। অথচ ওদের এমন ভয় যে, বিরোধীদের কথা বলার সুযোগই দেয় না। গণতন্ত্রে এই নীতি লজ্জাজনক।' কংগ্রেস মুখপাত্র রণদীপ সিং সুরযেওয়ালাও বলেন, চিন ইশ্যুতে ভারতকে বিভ্রান্ত করছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

অধীরকে থামানোয় কংগ্রেসের ওয়াক-আউট

মঙ্গলবার সংসদে রাজনাথ সিং।

বিভিন্ন ইশ্যুতে পাটনায় বামেদের বিক্ষোভ।

নির্বাচনের আবহে বিহারে মন মোদির

নয়াদিল্লি ও পাটনা, ১৫ সেপ্টেম্বর : বিধানসভা ভোটের মুখে বিহারের জন্য কার্যত কল্পতরু অবতার নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মঙ্গলবার ভিডিয়ো কনফারেন্সের মাধ্যমে ৫৪১ কোটি টাকা মূল্যের মোট ৭টি প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেন তিনি। বিহারের পরিকাঠামো উন্নয়নে ওই প্রকল্পগুলির মধ্যে চারটি পানীয় জল সরবরাহের সঙ্গে যুক্ত। দুটি নিষ্কাশন ব্যবস্থার সঙ্গে এবং একটি নদীর তীর উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত। ইঞ্জিনিয়ার দিবসে বিহারের জন্য সাতটি প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করতে গিয়ে মোদি বলেন, 'বহু দশক ধরে মনে করা হত, নগরায়ন হয়তো নিজেই একটি সমস্যা। কিন্তু আমি তা মনে করি না। যদি তা হয়ও, আমার মনে হয়, নগরায়নের মধ্যে একাধিক সুযোগও রয়েছে। বি আর আম্বেদকর নগরায়নের মস্ত বড়ো সমর্থক ছিলেন।'

এদিন বিহারের জন্য যে প্রকল্পগুলির সূচনা করা হল, সেগুলি বিহার আরবান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের আওতায় চলবে। শুধু পরিকাঠামো উন্নয়নই নয়, বিহারের জন্য এদিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা আরও একটি এইমস তৈরির ছাড়পত্র দিয়েছে। সেটি তৈরি হবে দ্বারভাঙায়। প্রধানমন্ত্রী স্বাস্থ্য সুরক্ষা যোজনার আওতায় ওই এইমস তৈরি করা হবে। আগামী ২ বছরের মধ্যে এইমস তৈরি হয়ে যাবে। বিহারে আগামী অক্টোবর-নভেম্বর মাসে বিধানসভা ভোট। তার আগে বিপুল অঙ্কের একাধিক কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সূচনা এবং শিলান্যাস করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ইতিমধ্যে ৯০০ কোটি টাকা মূল্যের তিনটি পেট্রোলিয়াম শিল্পের প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন তিনি। পারাদ্বীপ-হলদিয়া-দুর্গাপুর পাইপলাইন প্রকল্পে দুর্গাপুর-বাঁকা সেকশন এবং দুটি এলপিজি বটলিং প্ল্যান্ট তৈরি করা হবে।

পেঁয়াজ রপ্তানি বন্ধের বিরুদ্ধে শারদ পাওয়ার

মুম্বই ও নয়াদিল্লি, ১৫ সেপ্টেম্বর : গত কয়েকদিন ধরে টানা চড়ছে পেঁয়াজের দাম। দেশের বাজারে দাম বৃদ্ধি ঠেকাতে সোমবার থেকে বিদেশে পেঁয়াজ রপ্তানি বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। মঙ্গলবার কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার অনুরোধ করেছেন এনসিপি নেতা শারদ পাওয়ার। এক টুইটে পাওয়ার জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়েলের সঙ্গে তাঁর পেঁয়াজ রপ্তানি নিষেধাজ্ঞা নিয়ে কথা হয়েছে। বাণিজ্যমন্ত্রী তাঁকে বলেছেন, অর্থ ও উপভোক্তা বিষয়ক মন্ত্রকের সঙ্গে এ ব্যাপারে আলোচনায় বসবে কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রক। ৩ মন্ত্রক সহমত হলে পেঁয়াজ রপ্তানিতে জারি নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হতে পারে। পাওয়ারের দাবি, কেন্দ্রের সিদ্ধান্তের ফলে মহারাষ্ট্রের পেঁয়াজচাষিরা গভীর সংকটে পড়েছেন।

প্রতিবছর ভারত থেকে বিপুল পরিমাণ পেঁয়াজ বিদেশে রপ্তানি করা হয়। বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা সহ বিভিন্ন দেশে ভারতীয় পেঁয়াজের বাজার রয়েছে। সরকার আচমকা এর রপ্তানি বন্ধ করে দিলে ভারতীয় পেঁয়াজ বিদেশে বাজার হারাতে পারে। এর ফলে রপ্তানিকারক দেশ হিসাবে ভারতের ভাবমূর্তি ধাক্কা খাবে বলে এনসিপি প্রধানের আশঙ্কা। ভারত ছাড়াও পাকিস্তান থেকে প্রচুর পেঁয়াজ বিদেশে যায়। ভারতীয় পেঁয়াজ না পেলে অনেক দেশ পাকিস্তান থেকে পেঁয়াজ আমদানি করতে বাধ্য হবে। সেই সুযোগে পাকিস্তান ভারতীয় পেঁয়াজের বাজার দখল করতে পারে বলেও জানিয়েছেন পাওয়ার। ভারতে সবচেয়ে বেশি পেঁয়াজ উৎপাদন হয় মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, গুজরাট, অন্ধ্রপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশে। কেন্দ্রের বক্তব্য, বর্ষার ফলে কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ সহ কয়েকটি রাজ্যে পেঁয়াজের ফলন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর ফলে দেশজুড়ে পেঁয়াজের দাম বাড়ছে। রপ্তানি বন্ধ হলে পেঁয়াজের দাম কমবে। যদিও সরকারের সঙ্গে একমত নয় বিভিন্ন কৃষক সংগঠন। কৃষক নেতাদের মতে, পেঁয়াজ রপ্তানি বন্ধ হলে উৎপাদকদের ক্ষতির পরিমাণ আরও বাড়বে। কেন্দ্র সিদ্ধান্ত বদল না করলে আন্দোলনে নামার হুমকি দিয়েছে একাধিক কৃষক সংগঠন।

ভারত অনুপ্রবেশ করেছে দাবি চিনের

বেজিং, ১৫ সেপ্টেম্বর : আবার ভারতকে চিনের দোষারোপ। মস্কোয় দু'দেশের বিদেশমন্ত্রীদের মধ্যে ৫টি বিষয়ে ঐকমত্যই সার, এখন আবার নতুন করে অভিযোগ তুলছে বেজিং। ২৯-৩০ অগাস্ট রাতে প্যাংগংয়ের কাছে নিয়ন্ত্রণরেখা পেরিয়ে ভারতীয় সেনাই 'ইচ্ছাকৃতভাবে অনুপ্রবেশ' করে স্থিতাবস্থা ভেঙেছিল বলে অভিযোগ করল চিন।। নয়াদিল্লিতে চিনা রাষ্ট্রদূতের সরকারি ওয়েবসাইটে এই অভিযোগ উল্লেখ করা হয়েছে। ওই বক্তব্যে ভারতের পদক্ষেপ 'বেআইনি ও উসকানিমূলক' ছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ কিছুদিন মস্কোয় দু'দেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও বিদেশমন্ত্রী পর্যায়ে স্বতন্ত্র দুই বৈঠকেই 'সন্দেহের বদলে পারস্পরিক বিশ্বাস' গড়ে তোলার ওপর জোর দিয়েছিলেন চিনের মন্ত্রীরা। দিল্লির তরফে এখনও এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করা হয়নি। কিন্তু স্পষ্ট হয়ে গেল সীমান্তে শান্তিরক্ষার ক্ষেত্রে চিনের সদিচ্ছা নেই। ১৫ জুন গালওয়ান উপত্যকায় ২৯-৩০ অগাস্টের ঘটনা সম্পর্কে ভারতীয় সেনার বক্তব্য ছিল, ওই রাতে লাল ফৌজ ভারতীয় ভূখণ্ড দখলের চেষ্টা করেছিল। সেনা জওয়ানরা সজাগ থাকায় সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ভারতীয় সেনা সংযত থাকায় আগের মতো সংঘাত হয়নি।

বেজিংয়ের তখন পালটা দাবি ছিল, চিনাবাহিনী স্থিতাবস্থা ভাঙেনি, ভারতই আগ্রাসন করেছে নিয়ন্ত্রণরেখা পেরিয়ে। এই চাপানউতোরের মধ্যে গত ১১ সেপ্টেম্বর মস্কোয় ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর ও চিনা বিদেশমন্ত্রী ওয়াং আইয়ের বৈঠকে দু'পক্ষই পারস্পরিক সমঝোতার কথা বলেছিল। তারপর প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখায় নতুন করে আর উত্তেজনা তৈরি হয়নি বটে। কিন্তু নয়াদিল্লিতে চিনা রাষ্ট্রদূত সান ওয়েডংকে উদ্ধৃত করে ওয়েবসাইটের বয়ান আবার জল্পনা উসকে দিল। ওই বয়ানে লেখা আছে, 'ভারতীয় সেনা ও রাজনীতিকরা দাবি করেছেন, প্যাংগং লেকের দক্ষিণে চিনা সেনার আগ্রাসন রুখে দিয়েছে। এর থেকে স্পষ্ট যে, ওরা প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা পেরিয়ে বেআইনিভাবে অনুপ্রবেশ করেছে এবং সীমান্তে স্থিতাবস্থা নষ্ট করার চেষ্টা করেছে। ওই ওয়েবসাইটে চিনা রাষ্ট্রদূত বলেন, 'যে বাহিনী অনুপ্রবেশ করেছে এবং সামরিক সরঞ্জাম স্থাপন করা হয়েছে, সেসব ফিরিয়ে আনা অত্যন্ত জরুরি। দ্রুত সেনা সরিয়ে পরিস্থিতি শান্ত করা এখন তাদের কর্তব্য হওয়া উচিত।' মস্কোর বৈঠকে সমঝোতার কথা বললেও সীমান্তে ভারতের উসকানিমূলক কর্মকাণ্ডের অভিযোগ করেছিল চিন। সেই সুরেই সান ওয়েডং বলেছেন, 'ভারতের বাহিনী দ্বিপাক্ষিক চুক্তি ও শর্ত ভেঙেছে।'

লাদাখের সেনাছাউনিতে প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিয়ে এসেছে বায়ুসেনার বিমান।

চুপ রয়েছে দিল্লি

- সীমান্তে উসকানি দিচ্ছে ভারত, অভিযোগ চিনের
- ভারতীয় সেনা অনুপ্রবেশ করে সীমান্তে স্থিতাবস্থা ভেঙেছিল, দাবি তাদের
- এ কথা বলা হয়েছে চিনা রাষ্ট্রদূতের ওয়েবসাইটে
- এখনও এই অভিযোগের জবাব দেয়নি ভারত

মহারাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি শাসনের দাবি

মুম্বই, ১৫ সেপ্টেম্বর : মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরের একটি কার্টুন সোশ্যাল মিডিয়ায় ফরওয়ার্ড করায় ৬২ বছরের প্রাক্তন নৌসেনা অফিসার মদন শর্মাকে মারধরের অভিযোগে কয়েকজন শিবসেনা কর্মী গ্রেপ্তার হলেও পরে জামিন পেয়ে যান। বিজেপি-আরএসএসের সমর্থক ভেবে নিয়ে তাঁকে প্রহার করা হয়েছিল বলে মনে করেন প্রহৃত প্রাক্তন নৌ-অফিসার। মঙ্গলবার তিনি সত্যি সত্যি বিজেপি ও সংঘের সমর্থক হয়েছেন বলে ঘোষণা করলেন। এদিন রাজ্যপাল ভগৎসিং কোশিয়ারির সঙ্গে দেখা করে মহারাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি শাসন জারির দাবি জানালেন তিনি। মদন শর্মার কথায়, 'রাজ্যপাল বিষয়টি কেন্দ্রকে জানাবেন বলে আমাকে আশ্বাস দিয়েছেন।'

মহারাষ্ট্রে গুন্ডারাজ চলছে বলে মন্তব্য করে মদন শর্মা বলেন, 'বিজেপি-আরএসএস-এ যোগ দিলাম।' সোমবার তাঁর ওপর হামলার খবর শিবসেনার দলীয় মুখপত্র 'সামনা'-য় উল্লেখ করে বলা হয়েছে, সাংবিধানিক পদের ব্যক্তিকে সম্মান জানানো কি নৌবাহিনীতে থাকাকালীন শেখেননি মদন শর্মা? প্রাক্তন নৌ অফিসারের আক্রান্ত হওয়ার খবর প্রকাশ্যে এসেছে সোশ্যাল মিডিয়ায় দেওয়া ভিডিও থেকে। সেটি পোস্ট করেছিলেন এক বিজেপি বিধায়ক। শিবসেনা কর্মীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানো হয়েছিল কান্দিভলি থানায়। ঘটনায় অভিযুক্ত ছ'জন শিবসেনা কর্মী জামিন পেয়েছেন।

অন্যদিকে, অফিস ভাঙা ইশ্যুতে বৃহন্মুম্বই পুরসভার কাছে ২ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দাবি করলেন অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাওয়াত। তাঁর অভিযোগ, বাড়ির ৪০ শতাংশ ভেঙে দেওয়ার সময় মূল্যবান কিছু আসবাব ও শিল্পকর্ম নষ্ট হয়েছে। বম্বে হাইকোর্ট অফিস ভাঙা স্থগিত রাখতে যে নির্দেশ দিয়েছিল, তা বহাল রাখতে আদালতে আবেদন জানিয়েছেন তিনি।

ব্রিটিশ কলম্বিয়ায় দুর্ঘটনাগ্রস্ত একটি মালবাহী ট্রেনের সামনে রেল আধিকারিকরা।

করোনা চিকিৎসায় হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন

নয়াদিল্লি, ১৫ সেপ্টেম্বর : মাঝারি ও অধিক উপসর্গ রয়েছে এমন করোনা আক্রান্তদের চিকিৎসায় বিকল্প ওষুধ হিসাবে হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন ব্যবহার করা হচ্ছে। মঙ্গলবার রাজ্যসভায় একথা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষ বর্ধন। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, করোনা সংক্রমণ শুরু হওয়ার পর থেকে হাইড্রক্সিক্লোরোকুইনের উৎপাদন কয়েকগুণ বেড়েছে। ১১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে ১০ কোটি ৮৪ লক্ষ এই ট্যাবলেট পাঠানো হয়েছে। হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন ট্যাবলেট ১৪০টির বেশি দেশে রপ্তানি করেছে ভারত। মন্ত্রী জানিয়েছেন, করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে এখনও কোনও ওষুধ পুরোপুরি কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়নি। জ্বর-কাশি সহ বিভিন্ন উপসর্গ নিরাময় করতে প্রচলিত পদ্ধতিতে চিকিৎসা চলছে। শ্বাসকষ্ট যুক্ত রোগীদের অক্সিজেনের সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। বিকল্প ওষুধ হিসাবে তাই হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন ব্যবহার করা হচ্ছে। করোনা চিকিৎসায় এর কার্যকারিতা খতিয়ে দেখে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে হর্ষ বর্ধন জানান। সংক্রমণ শুরু হওয়ার পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারত থেকে প্রচুর পরিমাণ হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন কিনলেও আমেরিকায় এর ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়েছে। ভারতে অবশ্য আক্রান্তদের ওপর হাইড্রক্সিক্লোরোকুইনের ব্যবহার ফল দিচ্ছে বলে স্বাস্থ্যমন্ত্রক সূত্রে জানানো হয়েছে। সংক্রমণ ঠেকাতে অশ্বগন্ধা, গুড়ুচি, পিপ্পালির মতো ভেষজের ব্যবহারযোগ্যতাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে হর্ষ বর্ধন সংসদে জানিয়েছেন।

বেতন কাটুন, এমপিল্যাড ফিরিয়ে দিন সমবেত দাবি বিরোধীদের

বিশেষ সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৫ সেপ্টেম্বর : মঙ্গলবার লোকসভায় সর্বসম্মতিক্রমে পাস হল সাংসদদের বেতন, ভাতা এবং পেনশন বিষয়ক বিশেষ সংশোধনী বিল। করোনাকালে কেন্দ্রের তরফে সাংসদদের কাছে বেতনের ৩০ শতাংশ কেন্দ্রীয় খাতে দান করার আর্জি জানানো হয়েছিল।

সেই নিয়ে এদিন বিশেষ এই বিলটি সংসদে আলোচনা করার জন্য উপস্থাপন করেন কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশি। তিনি বলেন, দেশ গুরুতর পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। করোনার থাবায় পর্যুদস্ত জীবন। ব্যাপকভাবে প্রভাবিত দেশের অর্থনীতি। এইসময়ে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ানো সমস্ত রাজনৈতিক দলের কর্তব্য। সমস্ত সাংসদের বেতন থেকে ৩০ শতাংশ সরকারি অনুদানে শামিল করার প্রস্তাব দেওয়া হয় সরকারের তরফে। প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতারা একসুরে প্রস্তাব সমর্থন করেন। তাঁরা বলেন, দেশবাসীর জন্য এই অনুদান খুবই সামান্য।

তবে 'এমপিল্যাড' ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি ওঠে। সাংসদরা বলেন, আঞ্চলিক বিকাশের জন্য 'এমপিল্যাড'-এর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। করোনাকালে আগামী দু'বছরের জন্য 'এমপিল্যাড' বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র। সেই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি জানান সকলে।

এনসিপি সাংসদ সুপ্রিয়া সুলে বলেন, কেন্দ্র একদিকে এমপিল্যাড বন্ধ রাখছে, সাংসদদের বেতন হ্রাস করছে, অন্যদিকে, সেন্ট্রাল ভিস্টা প্রকল্পে গতি আনছে। অবিলম্বে এই প্রকল্প বন্ধ করে ওই টাকা গরিবদের দেওয়া হোক। এমপিল্যাড বন্ধ করে রাজ্যের মানুষের বিকাশ ও উন্নয়নে বাধা দেওয়া ঠিক হবে না। তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায় বলেন, 'আমাদের সব ভাতা নিয়ে নিন, কিন্তু দয়া করে এমপিল্যাড ফিরিয়ে দিন। প্রত্যেকেরই নির্বাচনি কেন্দ্রে নানা ছোট ছোট বিকাশমূলক কাজ থাকে। এমপিল্যাড সেসব বন্ধ করায় থমকে গিয়েছে।' বিজেডির পিনাকী মিশ্র বলেন, 'করোনা আবহে দেশের মানুষের সাহায্যের জন্য এই বেতন কাটা নিয়ে কারও আপত্তি নেই, কিন্তু এমপিল্যাড বন্ধ রেখে দেশের মানুষকেই বিপদে ফেলা হচ্ছে।' কংগ্রেসের দলনেতা অধীররঞ্জন চৌধুরী বলেন, 'দ্রুততার সঙ্গে এমপিল্যাড চালু করা উচিত। বেতন কাটা হোক আপত্তি নেই, কিন্তু এমপিল্যাড বন্ধ করে সাংসদদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা উচিত নয়।' তৃণমূলের দুই সাংসদ মহুয়া মৈত্র ও কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, একদিকে সাংসদদের বেতন কেটে ও অন্যদিকে এমপিল্যাড বন্ধ করে কোনও পরিবর্তনের দিক দেখাতে পারবে না কেন্দ্র।

একই দাবিতে সোচ্চার হন আপ সাংসদ ভগওয়ান্ত মান, মহারাষ্ট্রের নভনীত সিং রানা, বিএসপির রীতেশ পান্ডে, আইমিম সাংসদ আসাদউদ্দিন ওয়েইসির মতো সাংসদরা। পরে ধ্বনিভোটে পাস হয়ে যায় সাংসদদের বেতন কাটা বিষয়ক বিল।

ডেরেকের তোপ কেন্দ্রকে

নয়াদিল্লি, ১৫ সেপ্টেম্বর : আন্তর্জাতিক গণতান্ত্রিক দিবসে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রকে হত্যা এবং উপহাস করার অভিযোগ তুললেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন। তিনি অভিযোগ করেন, সংসদে আমরা যেটা দেখছি সেটা হল গণতন্ত্রের হত্যা এবং উপহাস। এই প্রথম অধিবেশনের ইতিহাসে এমন একটি ঘটনা ঘটল। এর আগে ১৯৬২ সালে চিনের সঙ্গে যুদ্ধের সময় এমনটা ঘটেছিল। জিরো আওয়ারের সময় ৩০ মিনিট করে দেওয়া হয়েছে। পরের অধিবেশনে এটা দু-মিনিটের হবে হয়তো। সংসদের স্ক্রুটিনি কমিটির কাছে মাত্র এক-তৃতীয়াংশ বিল পাঠানো হচ্ছে। তৃণমূল নেতার তোপ, বিরোধীদের কোনও সুযোগই দেওয়া হচ্ছে না। ১১টি অর্ডিন্যান্স আনা হয়েছে। কিন্তু একটিও কোনও কমিটিতে পাঠানো হচ্ছে না। আমরা চাই, আন্তর্জাতিক গণতান্ত্রিক দিবসে অন্যান্য দেশ জানুক কীভাবে এদেশে গণতন্ত্রের উপহাস করা হচ্ছে।

মরশুমি চরিত্র পাবে করোনা

নয়াদিল্লি, ১৫ সেপ্টেম্বর : গণ-অনাক্রম্যতা তৈরি হয়ে যাওয়ার পর করোনা ভাইরাস মরশুমি ফ্লুয়ের মতো হয়ে যাবে এবং ফি বছর শীতকালীন অতিথি হবে বলে সাম্প্রতিক একটি গবেষণায় দাবি করা হয়েছে। গবেষণায় জানা গিয়েছে, যতদিন না গণ-প্রতিরোধ ক্ষমতা (হার্ড ইমিউনিটি) তৈরি হচ্ছে, ততদিন যেকোনও ঋতুতেই এই ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব হতে পারে। জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত ফ্রন্টিয়ার জার্নালে সাম্প্রতিক ওই গবেষণার রিপোর্টে করোনা ভাইরাসের চরিত্র, মিউটেশন বা জিনগত পরিবর্তন ও গতিপ্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, করোনার মতো বিশ্বব্যাপী সংক্রমণটি মরশুমি তকমা পেতে পারে। তবে তার জন্য গোষ্ঠী রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তুলতে হবে। এটা গণটিকাকরণের মাধ্যমে হতে পারে অথবা হতে পারে গণসংক্রমণের মাধ্যমে। লেবাননের আমেরিকান ইনস্টিটিউট অফ বেইরুটের গবেষক তথা রিপোর্টটির অন্যতম লেখক হাসান জারাকেত বলেন, 'করোনা ভাইরাস থাকতে এসেছে। সহজে যাবে না। স্বাভাবিক গণসংক্রমণ অথবা গণটিকাকরণের মাধ্যমে গোষ্ঠী প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হয়ে যাওয়ার পর তাপমাত্রার ওঠানামার ওপর ভিত্তি করে মাঝেমধ্যে দেখা দেবে। তবে হার্ড ইমিউনিটি তৈরি হওয়ার আগ পর্যন্ত সারা বছরই থেকে যাবে। চলে গিয়েছে বলে মনে হলেও আবার জোরকদমে ফিরে আসবে। অর্থাৎ করোনাকে সঙ্গে নিয়ে বাঁচার কৌশল আমাদের আয়ত্ত করে নিতে হবে।' বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ইতিপূর্বে বারেবারেই জান